ঝিনাইদহে ভোট বন্ধ ২০ মিনিট, সহকারী প্রিজাইডিং অব্যহতি

ঝিনাইদহ-৪ আসনের কালীগঞ্জ উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ব্যালটের মুড়ি বইয়ে একাধিক টিপসই নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ওই কেন্দ্রের সহকারী প্রিসাইডিং অফিসার সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।

এ ঘটনায় অভিযুক্ত সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সম্মিলনি দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভী সাইফুল ইসলামকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

এ ঘটনায় ওই কেন্দ্রের পুরুষ বুথের ভোটগ্রহণ ২০ মিনিট বন্ধ ছিল। পরে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিমা ইসলাম কেন্দ্রে এসে ভোটগ্রহণ শুরু করেন। এই কেন্দ্রে ৪টি গ্রামের ৩ হাজার ২৮৯ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুরুল আলম।

ভোটার রসুল আমিন অভিযোগ করেন, তিনি ভোট দিতে গেলে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালট দেওয়ার সময় ৪/৫টি ব্যালটের মুড়ি বইয়ে টিপ সই করিয়ে নেয়। এতে তার সন্দেহ হলে তিনি বিষয়টি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারকে জানান। এর আগে আরো ২/৩ জনের কাছ থেকে এভাবে টিপ সই নিয়েছেন। তিনি ওই অফিসারকে প্রত্যাহার ও আইনগত ব্যবস্থা দাবি করেন।

কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার মঞ্জুরুল আলম বলেন, প্রায় ২০ মিনিট পুরুষ বুথের ভোট বন্ধ ছিল। এরপর স্বাভাবিক হয়েছে।

এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রিমা ইসলাম জানান, অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় সহকারী ওই প্রিজাইডিং অফিসারকে দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুটি আসনে পাঠানো হলো ভোটের মালামাল

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মোট ৩৫৪ টি ভোট কেন্দ্রে নির্বাচনি সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

বুধবার নিজ নিজ আসনের উপজেলা পরিষদ থেকে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের এ সকল সরঞ্জামাদি প্রদান করেন। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় আনসার সদস্যদেরকেও নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের মধ্যে চুয়াডাঙ্গা- ১ আসনে ১৮০ টি এবং চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ১৭৪ টি ভোট কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের জন্য উপজেলা পরিষদ থেকে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে।

প্রতিটি কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারের কাছে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, সীলপ্যাড ও সীলসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট নানা নথিপত্র হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২টি, দামুড়হুদা উপজেলায় ৯১টি, জীবননগর উপজেলায় ৫৯টি এবং আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১১২টি ভোটকেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসারদের এ সকল নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে উপজেলা পরিষদ থেকেই আনসার সদস্যদেরকে নিরাপত্তা সামগ্রী প্রদান করা হয়। সদর উপজেলার ২২২ জন আনসার সদস্যকে ১টি শটগান ১০টি রাবার বুলেট ১০টি সীসা বুলেট এবং ১টি বুলেট ক্যারি ব্যাগ প্রদান করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রিফাত আরা জানান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ৯২ টি ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সেই সাথে কেন্দ্রের নিরাপত্তায় কঠোর অবস্থানে আছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

তিনি জানান, জেলার দুটি সংসদীয় আসনে ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়েছে, যাদের সাথে থাকবে সেনাবাহিনী, বিজিবি, আনসার ব্যাটেলিয়ান ও র্যাব।

চুয়াডাঙ্গার দুটি সংসদীয় আসনের ভোট কেন্দ্রগুলোতে নির্বাচনী সরঞ্জামাদি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাথে ভোট কেন্দ্রের নিরাপত্তায় প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতি ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতেও বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ভোট কেন্দ্রে পাঠানো হলো নির্বাচনী মালামাল

কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে ৫’শ ৮৮টি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে নির্বাচনী মালামাল। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা থেকে জেলার ৬টি উপজেলা পরিষদ চত্বর হতে ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে প্রিজাইডিং অফিসারের হাতে ব্যালট পেপারসহ বাকি উপকরণ বুঝে দেওয়া হয়।

ব্যালট পেপার, বাক্স, অমোচনীয় কালি, মার্কার ছিলসহ অন্যান্য সামগ্রী পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।

ঝিনাইদহ জেলায় ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র আছে ৫’শ ৮৮টি। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২’শ ৩৭ টি। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ৩’শ ৯৩ জন। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে মোট ২১জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ জানান, ভোট গ্রহন নিরাপদ ও সুষ্টু করার জন্য জেলার ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১১ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে। এর মধ্যে রয়েছেন ৭ হাজার ৬’শ ৪৪ জন আনসার সদস্য, ১ হাজার ৬’শ ৪৪ জন পুলিশ সদস্য, ১ হাজার ২৯ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, র্যাবের ৪৮ জন সদস্য, বিজিবির ২’শ ২২ জন সদস্য। এছাড়া ১২ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুরে ভয় আছে, কিন্তু ঘটনা নেই

২০১৪ সালের নির্বাচনে মেহেরপুরে ভোটের আগে উত্তেজনা ছিল, তবে তা সীমিত পর্যায়ে। ২০১৮ সালে সেই উত্তেজনা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভোটের আগেই নানা এলাকায় সংঘর্ষের গুজব, পোস্টার ছেঁড়া এবং শেষ মুহূর্তের টানটান পরিস্থিতি ভোটারদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। সেই অভিজ্ঞতা মাথায় রেখেই এবারের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে দেখছেন মেহেরপুরের মানুষ।

এবারের চিত্র ভিন্ন। ভোটের আগে এখন পর্যন্ত কোনো বড় সহিংসতা নেই, প্রকাশ্য উত্তেজনাও চোখে পড়ে না। হামলা, বাড়ি-ঘর ভাংচুর, মিছিলকেন্দ্রিক সংঘাত- সবই প্রায় অনুপস্থিত। প্রশাসনের ভাষায় পরিস্থিতি ‘সম্পূর্ণ স্বাভাবিক’। কিন্তু মেহেরপুর ও গাংনীর অতীতের দুই নির্বাচনের অভিজ্ঞতা তুলনা করলে এই স্বাভাবিকতাই প্রশ্ন তৈরি করছে।

২০১৪ ও ২০১৮ সালে ভোটের আগে যেসব এলাকায় প্রকাশ্য উত্তেজনা ছিল, সেসব এলাকাতেই এবার ভোটারদের মধ্যে চাপা উদ্বেগ বেশি। বিশেষ করে নারী ও বয়স্ক ভোটাররা বলছেন, আগের নির্বাচনে শেষ মুহূর্তে পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের মন থেকে যাচ্ছে না। এক ভোটারের ভাষায়, আগে গোলমালটা দেখা যেত, এবার দেখা যাচ্ছে না- এইটাই বেশি ভয়।

২০১৮ সালের নির্বাচনে অনেক প্রার্থী শেষ দিকে প্রকাশ্য প্রচারণা কমিয়ে দিয়েছিলেন নিরাপত্তা শঙ্কায়। এবারের নির্বাচনে একই আচরণ দেখা যাচ্ছে, তবে আরও নীরবভাবে। কেউ প্রকাশ্যে অভিযোগ করছেন না, কিন্তু রাতের প্রচারণা সীমিত রাখা, চলাচলের রুট বদলানো কিংবা নিজস্ব কর্মীদের দিয়ে পাহারা দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি দেখাচ্ছে- ঘটনা না থাকলেও সতর্কতা রয়েছে।

তিন নির্বাচনের সবচেয়ে বড় পার্থক্য এসেছে তথ্যপ্রবাহে। ২০১৪ সালে গুজব ছড়াত মুখে মুখে, ২০১৮ সালে মোবাইল ফোনে, আর এবারের নির্বাচনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হয়ে উঠেছে সম্ভাব্য সবচেয়ে

বড় নিরাপত্তা ঝুঁকি। যদিও এখন পর্যন্ত বড় কোনো অনলাইন উসকানি প্রকাশ্যে আসেনি, তবুও প্রশাসন ও প্রার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অদৃশ্য সতর্কতা কাজ করছে।

সব মিলিয়ে তিন নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন সবচেয়ে শান্ত কাগজে-কলমে। কিন্তু এই শান্ত পরিবেশ অতীত অভিজ্ঞতার কারণে ভোটারদের পুরোপুরি নিশ্চিন্ত করতে পারছে না। মেহেরপুরে তাই এবারের নির্বাচনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সহিংসতা নয়, বরং ভয়হীন পরিবেশ নিশ্চিত করা। কারণ ইতিহাস বলছে, এখানে ভয় আগে আসে, ঘটনা পরে।

আ.লীগের নেতাকর্মীদের ভোটে পাশ করতে চান রাশেদ খান

ঝিনাইদহ-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগের সবাই অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পালা বদল হয়েছে। আমি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বলবো, যে আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে বিএনপিকে বিজয়ী করুন। এবারের নির্বাচন স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির এবং স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তির নির্বাচন।’

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় কালীগঞ্জের বগেরগাছী বাজারে নির্বাচনী সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের যারা অন্যায় করে নাই, অপরাধ করে নাই তারা বিএনপি’র কাছে নিরাপদ। আমি বারবার বলছি আওয়ামী লীগের সবাই তো অপরাধ করে নাই। গণঅভ্যুত্থাণের পর আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি আনার সাহেবের মার্কেট দখল করা হয়েছে। যারা আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান-মেম্বার ছিল তাদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা হয়েছে। কালীগঞ্জের হাট-বাজার দখল টেন্ডারবাণিজ্য কারা করেছে আপনারা খোঁজ নেন।’

রাশেদ খান বলেন, ‘গণঅভ্যুত্থাণের পর ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৫ জন মানুষ

হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছে। এসব হত্যার দায়-দায়িত্ব কারা নিবে। যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা তাদের চিনেন। আজ যারা বিদ্রোহী প্রার্থী হয়েছেন তাদের নেতাকর্মীরা এসব ঘটনা ঘটিয়েছে। সুতরাং আমরা মনে করি এই খুনিদের জনগণ কোনোভাবেই আশ্রয় দিবে না।

ঝিনাইদহে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া প্রার্থীরা

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা জমে উঠেছে। নিজেদের পক্ষে ভোট টানতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। দিচ্ছেন উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি। বিশেষ করে আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে অধিকাংশ প্রার্থী সরব হয়েছেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ নেতাকর্মীদের ওপর জুলুম করা যাবে না বলে বিভিন্ন সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা। তাদের হয়রানি না করতেও হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এই সরকারের দায়িত্ব বলেও মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। অনেকে দাবি করেছেন, তা না হলে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নের মুখে পড়বে।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসনে বিএনপির প্রার্থী সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের ভোটারদের সমর্থন পেতে প্রকাশ্যে দলটির পক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

একটি নির্বাচনী সভায় মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আওয়ামী লীগে যেমন খুনি আছে, তেমনি অনেক আদর্শিক সৈনিকও আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। আমি তখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলাম, সেটি আমি হতে দেইনি।’

ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের আংশিক) আসনে বিএনপির প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন ধানের শীষ

প্রতীকে নির্বাচন করছেন। তিনিও নির্বাচনী প্রচারে কৌশলে আওয়ামী লীগের সাধারণ ভোটারদের সমর্থন অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

বিভিন্ন সভা-সমাবেশে তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের নিরীহ ও সাধারণ কাউকে যেন জুলুম বা অত্যাচার করা না হয়।’ চব্বিশের ৫ আগস্টের পর আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজির বিরুদ্ধেও তিনি প্রকাশ্যে কথা বলছেন।

এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরাও আওয়ামী লীগের ভোট টানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। দলটির নেতাকর্মীরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের আশ্বাস দিচ্ছেন।

অপরদিকে ঝিনাইদহ-২ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনের অন্যান্য প্রার্থী ও তাঁদের কর্মী-সমর্থকরাও আওয়ামী লীগের ভোটারদের কাছে টানতে নানা কৌশল অবলম্বন করছেন।

জেলা সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি আনোয়ারুজ্জামান আজাদ বলেন, ‘কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকায় এবারের সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কার্যত নির্বাচনী মাঠে নেই। ঝিনাইদহের সবকটি আসনেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীদের মধ্যে। এ কারণে প্রার্থীরা কৌশলে আওয়ামী লীগের ভোটার টানার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ আওয়ামী লীগ-সমর্থিত ভোটারদের নিরাপদে রাখার আশ্বাস দিচ্ছেন, আবার কেউ কেউ ভোট না দিলে নানা ধরনের ভয়ভীতি দেখাচ্ছেন। এটি ভোটের রাজনীতির একটি অংশ হয়ে উঠেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোট কোন প্রার্থী পাবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’

তিনি আরও বলেন, ‘ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির নেতা-কর্মীরা স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী ও সমর্থকদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা একে অপরের পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে। অনেককে ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যা নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নজরদারি আরও বাড়াতে হবে।’

ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে মোট ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এবারের নির্বাচনে জেলার চারটি আসনে মোট ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। এর মধ্যে নারী ভোটার ৮ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮৪ জন, পুরুষ ভোটার ৮ লাখ ৩৯০ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ২৯ জন।

[redacted]

[redacted]-[redacted] ([redacted]) [redacted] [redacted]'[redacted] [redacted] [redacted] [

[redacted]

[redacted]

ব্যারটে ভোট দিতে পারবেন।

জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেন জানান, কর্মস্থল, প্রবাস বা কারাবন্দি থাকার কারণে যারা এতদিন সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারতেন না, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এটি নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

পোস্টাল ব্যালট ভোটার ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শাহিদুর রহমান জানান, ভোট গ্রহনের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে প্রতিবারই ভোটের দিন সেন্টারে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না। এবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সত্যিই খুশি। এতে আমার মতো অনেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাচন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) আলমগীর হুসাইন জানান, পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে

প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিয়েছেন নির্বাচন কমিশিন। কোনো ধরনের অনিয়ম যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এক একটি সংসদীয় আসনের পোস্টাল ব্যালট নিদৃষ্ট স্থানে জমা হবে এবং নির্বাচনের দিন ভোট গণনার সময় এই ভোট গণনা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর ফলে নির্বাচনে ভোট প্রদানের সংখ্যা বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে।

গণভোটে সবাই অংশগ্রহণ করুন এবং ভোট দিন

খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন,

সবাই যেন ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে কুষ্টিয়া কালেক্টরেট চত্বরে গণভোটের প্রচার ও ভোটার উদ্বুদ্ধকরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় যোগদানের আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার আরও বলেন, “২০২৪ সালে যে পরিস্থিতিতে গণঅভ্যুত্থান হয়েছিল, সেই জাতীয় ঘটনা যাতে পুনরায় না ঘটে এবং দেশ স্থিতিশীল থাকে, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, জনগণ তার সঙ্গে থাকবে।”

তিনি বলেন, “গণভোটে সবাই যেন অংশগ্রহণ করেন এবং ভোট দেন। ভোটে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা যারা করবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি চিহ্নিত কোনো অপরাধী থাকে, পুলিশ আগে থেকেই তাকে আটক করবে।”

নির্বাচনি নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি আরও জানান, “আমরা ভোটে কোনো বিঘ্ন ঘটতে দেব না, ইনশাআল্লাহ। স্থানীয় প্রশাসনও এর জন্য সহায়তা করবে। এখানে পুলিশের পাশাপাশি রেড অব সিভিল পাওয়ার আর্মি, বিজিবি এবং আনসারও থাকবে।”

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন। এ সময় বক্তব্য দেন কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার জসিম উদ্দিনসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।

দর্শনায় ধানের শীষে ভোট চেয়ে শ্রমিক দলের গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জেলা শ্রমিক দলের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু পক্ষে

আগামী সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চাওয়া ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় দর্শনা বাস স্ট্যান্ডে এ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়।

গণসংযোগ পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম সাবু তরফদার। এ সময় তিনি বিভিন্ন দোকান ও সাধারণ মানুষের কাছে ধানের শীষ মার্কায় ভোট চেয়ে বিএনপির ৩১ দফা লিফলেট বিতরণ করেন।

তিনি বলেন, “চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, বিজিএমই সভাপতি ও কেন্দ্রীয় বিএনপির উপ-কোষাধ্যক্ষ, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব হবে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ আহমেদ ফারুক, প্রচার সম্পাদক শওকত আলি লিটন, শ্রমিকদল নেতা ও দর্শনা থানা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আলমগীর হোসেন মোল্লা, শ্রমিক দল নেতা খন্দকার মুন্নাফ, জেলা শ্রমিক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, শ্রমিক দল নেতা জহুরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর, সোহরাব হোসেন, নাদের হোসেন, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ প্রমুখ।